দৈনিক ইনকিলাব

09 SEP 199

আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা

ডঃ নজরুল ইসলাম

দেশ কাল

এদেশের সমাজজীবনে কোন একটা অঘটন (নগণ্য বা বড় যে ধরনের হউক না কেন) ঘটলে এক সময় যারা পত্র-পত্রিকায় সরকারের সমালোচনার ঝড় তুলতেন- মিছিল, মিটিং সমাবেশ ঘেরাও অভিযানে গরম করতেন দেশের সমাজ ও রাজনীতিকে তারা যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুর প্রভাবে ইদানীংকালে নিরব, নিথর, স্পন্দনহীন হয়ে গিয়েছেন। সমাজজীবনে সংগঠিত কোন ঘটনাই তা যত হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর, অনৈতিক ও দেশ ধ্বংসকারী যাই হোক না কেন কিছুই যেন তাদেরকে আজ আর স্পর্শ করে না। বিগত সরকারের আমলে যে কোন ঘটনা ঘটলেই যাবা তৎকালীন সরকারকে অভিযুক্ত করে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তেন (রাজনীতিবিদ ছাড়া অন্যান্য) বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অনেক দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটলেও তারা ঐসব ঘটনার প্রতিবাদ বা নিন্দা দূরের কথা ঐসব ঘটনার ব্যাপারে কোন ধরনের মন্তব্য বা বক্তব্য রাখা থেকে নিজেদের বিরত রাখছেন। হয়তো ভাবখানা এমন- কথা বলতে গিয়ে যদি মুখ ফসকে এমন কোন কথা বের হয় যা বর্তমান সরকার পছন্দ নাও করতে পারেন; কাজেই চুপ থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ ও বুদ্ধিমানের কাজ। বিষয়টি উল্লেখ না করলেও চলতো কিন্তু উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে, এরা যখন মাঠে নামেন তখন নিজেদের জাতির বিবেক হিসেবে পরিচয় দিতে ভীষণ পছন্দ করেন এবং অনেকেই এদেরকে সত্যিকার অর্থে জাতির বিবেক বলে মনে করেন।

ধরা যাক বিগত বিএনপি সরকারের আমলে দিন-দুপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার মত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে ধরনের আন্দোলন ও কার্যকলাপ চালানো হয়েছে এবং সব আন্দোলনকে পরিশেষে বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু বিগত প্রায় দুই বৎসর আওয়ামী লীগ সরকার আমলে চট্টগ্রামে পুলিশ কর্তৃক সীমা ধর্ষণ ও হত্যাসহ শত শত নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও জাতির বিবেক বলে পরিচয় প্রদানকারী মহলসহ নারী সংগঠন, এনজিও কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এমন কিছুই করছেন না যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রাজনীতির বাইরে বিবেক বলে কোন জিনিস এদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। শিশু ধর্ষণ, নারী নির্যাতন দমনে সরকারই ব্যর্থতা বরং জাতির বিবেক বলে পরিচিত কেউ কেউ এক ধরনের প্যাঁচানো বক্তব্য ও বিবৃতি প্রদান করেন যার অন্তর্নিহিত অর্থ বিবেকের তাড়না নয় বরং ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রকারান্তরে ক্ষমতাসীন সরকারের গুণ-গান গাওয়া।

এর মধ্যে মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে সারা দেশব্যাপী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নামে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নকলবাজির মেলা। কোন একটি বিশেষ দলীয় সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ও পাবলিক পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গণটোকাটুকির সম্পর্ক আবিষ্কার এক ধরনের অতি সরলীকরণ। এ ধরনের অতি সরলীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ও পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গণটোকাটুকি এমন অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সাথে আমি মোটেও একমত নই। যদিও অনেকেই এমন ধারণাই পোষণ করেন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপন করেন। তাদের বক্তব্য সোজা "রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ" আসলেই পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গণটোকাটুকি [illegible]

একসময় যারা পত্র-পত্রিকায় সরকারের সমালোচনার ঝড় তুলতেন- মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, ঘেরাও অভিযানে গরম করতেন দেশের সমাজ ও রাজনীতিকে, তারা যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুর প্রভাবে ইদানীংকালে নীরব, নিথর, স্পন্দনহীন হয়ে গিয়েছেন।

আসলে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী প্রভৃতি) প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গণটোকাটুকির ঘটনা বোধ হয় আজকাল কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাই নয়। কারণ প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই বা কি আর না হলেই বা কি? শহরের হাতেগোনা কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাদে সারা দেশব্যাপী কোন পরীক্ষাই হয় না। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে বই দেখে পরীক্ষা দেয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (যা এখনো চলছে) পরীক্ষার নকলবাজি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যেসব খবরা-খবর প্রকাশিত হয়েছে যা অবিশ্বাস্য কল্পকাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো যেন পরিণত হয়েছে এক আজব সার্কাসে। পরীক্ষা কেন্দ্রের চারদিকে ভীড় জমিয়ে থাকছেন পরীক্ষার্থীর আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও নকল সরবরাহের ভাড়া করা বিশেষজ্ঞ। পরীক্ষার হলে দায়িত্ব প্রাপ্তরা অসহায় নকল প্রতিরোধের কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। কাজেই সবকিছু জেনে না জানার ভান করা এবং সবকিছু শুনে না শোনার ভান করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তাদের কোন সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাই নেই। আসলে পরীক্ষার পবিত্রতা, পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। বিষয়টি সম্যকভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজনে আমাদের বোধ হয় একটু পিছনে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। ১৯৭১ সনের পূর্বেও পরীক্ষার এক ধরনের সংস্কৃতি ছিল, পরীক্ষার পবিত্রতা সম্পর্কে এক ধরনের মূল্যবোধ ছিল। সন্তানকে মানুষ করতে হবে এমন একটি আকাঙ্খা প্রতিটি অভিভাবকেরই ছিল; তাইতো এমন কথা শোনা যেত অনেক অভিভাবকের মুখে "মাস্টার সাহেব, ছেলেকে আপনার নিকট রেখে গেলাম মানুষ করার প্রয়োজনে যা ইচ্ছে করবেন- শুধু প্রাণে মারবেন না।"

পরীক্ষায় নকলের বিষয়টি তখনো ছিল। কিন্তু ওটা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন অতিচালাক, নকলবাজ ছাত্রের কাজ। শিক্ষকের চোখের সামনে নকল করে কোন ছাত্র পার পেয়ে যাবে তা কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু এর বিপরীত কর্ম (অপকর্ম) ঘটানো হলো ১৯৭১ সালে।

হানাদার বাহিনী অবরুদ্ধ বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এমনটা দেখানোর জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যাপকহারে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তার প্রয়োজনে পরীক্ষা হলে বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার উপস্থিতির হার কম হবে এ বিষয়ে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্বানুমান করতেও পেরেছিল এবং পরীক্ষায় অবাধ নকলের সুযোগ প্রদান করা হবে সেই মর্মে অলিখিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। সকলেই আশা করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে অনুরূপ ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে পাবলিক পরীক্ষার নামে যা হয়েছে তাকে কোনক্রমেই পরীক্ষা বলা চলে না। ঐ সময়ে পরীক্ষায় নকলের মাত্রা এত বেশী ছিল যে, 'নকলের' নতুন নামকরণ হলো "গণটোকাটুকি"। শুধু তাই নয় একজনের বদলে অন্যজনের পরীক্ষা দেওয়া। ঐ সময়ে ডিগ্রী অর্জনের হরিলুটে হাজার হাজার গৃহবধু, বেকার, ব্যবসায়ী, দোকানদার যারা শিক্ষাজীবনে ডিগ্রী নিতে পারেনি তারাও অবস্থা ভেদে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ডিগ্রীধারী হয়ে গেলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই সেই যে পরীক্ষার পবিত্রতা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল তা আর কখনো ফিরে পায়নি তার পূর্ব মর্যাদা, হয়তো কখনো কখনো পরীক্ষা হলে নকলবাজি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কখনো সম্ভব হয়নি।

১৯৯৬ সনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বৎসর পর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলবাজসহ প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে বিগত কয়েক বৎসরের খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই বিষয়টার সত্যতা পাওয়া যাবে। ১৯৯৭ সালে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ঠিক একইভাবে ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে। একই সঙ্গে পরীক্ষার নামে হয়েছে নকলের মহোৎসব। কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও পরীক্ষা হয়নি। এ ব্যাপারে খবরের কাগজে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও সরকার পরীক্ষার পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে কোন চেষ্টাই করেনি। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং গ্রেফতার করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশ করেছিলেন।

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা সরকার না নিয়ে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো' প্রচেষ্টায় এক সরকারী সার্কুলার জারি করেছেন যাতে বলা হয়েছে নকল প্রতিরোধ না করতে পারলে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। সরকারের এরূপ সার্কুলার জারির প্রেক্ষাপটে সরকার বাহাদুর বরাবরে কয়েকটি বিনীত জিজ্ঞাসা ঃ

১। সরকার বাহাদুর কি জানেন না- হাতেগোনা কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাড়া আর কোথাও পরীক্ষাই হয় না। পরীক্ষার নামে চলে গণটোকাটুকির মেলা?

২। সরকার বাহাদুর কি জানেন না- অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে সরকার দলীয় সাংসদদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও আত্মীয়-পরিজন পরীক্ষার্থী থাকলে ঐ কেন্দ্রগুলোকে নকলের অবাধ রাজ্য বানানো হয়?

৩। সরকার বাহাদুর কি জানেন না- সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন অনেক কেন্দ্রেই ২১ বৎসর ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ না পাওয়াতে অবাধে নকলের সুযোগ দিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন?

৪। সরকার বাহাদুর কি জানেন না- স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিই তাদের আত্মীয়-পরিজনকে নকলের সুবিধা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রকে পরিণত করেন অবাধ নকলের কেন্দ্রে।

৫। সরকার বাহাদুর এর পরেও কি নকল প্রতিরোধের ব্যর্থতার জন্য শিক্ষকদের দায়ী করবেন? নাকি এখানেও বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করবেন?

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।